R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৬৬২
রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সকলের প্রিয় এবং মুখরোচক
স্পেশাল লাড্ডু
ও
শ্লাইজ ব্রেডের
জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান
সতীমা বেকারী
মির্জাপুর
পোঃ ঘোড়শালা (মুর্শিদাবাদ)

৭৪শ বর্ষ. ২২শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ৪ঠা কার্তিক বুধবার, ১৩৯৪ সাল। ২১শে অক্টোবর, ১৯৮৭ সাল।

নগদ মূল্য : ৪০ পয়সা বার্ষিক ২০, টাকা

তেল নিয়ে সরকার-ব্যবসাদার ঠাণ্ডা লড়াইয়ে সরকার নাজেহাল

বিশেষ প্রতিবেদক : রঘুনাথগঞ্জ শহরে সরষের তেল খোলা বাজারে পাওয়া যাচ্ছে না বলে খবর। সারা মহকুমায় তেলের আকাল চলছে। কালোবাজারে সরষের তেল ২৭/২৮ টাকা এমন কি কোথাও কোথাও ৩০/৩৫ টাকাতেও বিক্রি হচ্ছে। সরকারী ঘোষণা ২৫ টাকা দর আকাশ-কুসুম হয়ে শুধুমাত্র ঘোষণা হয়েই রয়েছে। এক সাক্ষাৎকারে মহকুমা খাদ্য নিয়ামক জানান, গত ১৬ সেপ্টেম্বর তাঁরা একটি সরকারী চিঠি পান তাতে বলা হয় সরকার নির্দ্ধারিত মূল্যে সরষের তেল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হবে। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা হয়নি, হবে কিনা তাও জানানো হয়নি। তিনি আরও জানান, জেলা সমাহর্তার অফিসে জেলার খাদ্য নিয়ামকদের নিয়ে এক আলোচনা সভা হয়। সেই সভায় আমি জানাই—যদি রেশনে বরাদ্দ মত রেপসিড পাওয়া যায় তবে সপ্তাহে ৭০০ টিন সরষের তেল পেলে জঙ্গিপুর মহকুমায় তেলের অভাব রোধ করা যাবে। কিন্তু সে সরবরাহও সম্ভব হয়নি। উপরন্তু মালদহ থেকে সরবরাহ হওয়া রেপসিড বন্যার সময় থেকে বন্ধ হয়ে রয়েছে। কলকাতা থেকে সরাসরি সরবরাহ করা হচ্ছে। প্রসঙ্গতঃ তিনি জানান, এ মাসে মাত্র ৯৫ কুইন্টাল রেপসিড সাপ্লাই পেয়েছেন, যেখানে গত (চতুর্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

অবহেলিত গিরিয়া অঞ্চল

সাধন দাস : অ্যাফ্লাক্স বাঁধ বরাবর উত্তরে গেলে পাওয়া যাবে জঙ্গিপুর ব্যারেজ, যাকে আহিরণ ব্যারেজও বলা হয়। ব্যারেজে দাঁড়িয়ে উত্তর-পূর্ব দিকে তাকালে ছড়ানো মাঠের শেষে যে গ্রামগুলো দেখা যাবে—তাদের নাম : ভৈরবটোলা, লবণচোয়া, চাঁদপুর, মোমিনটোলা, পাত্তলাটোলা—সব মিলিয়ে গিরিয়া অঞ্চল। পূর্বে পদ্মা, দক্ষিণে ভাগীরথী, পশ্চিমে ফীডার ক্যানেল দিয়ে ঘেরা ব-দ্বীপ যেন এই অঞ্চলটি। বেশ কয়েক হাজার মানুষের বাস এখানে। প্রতিদিন এখান থেকে (চতুর্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

জঙ্গিপুর মহকুমায় গত ৪০ বছরে বন্যায় ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ

আর্থিক ক্ষতি ৩৫০ কোটি টাকা

ফরাক্কা ব্লকে ১০,১৪০ একর জমি। ৩ কোটি ১০ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা
সামসেরগঞ্জে ১২,৮০০ একর জমি। ১৩ কোটি টাকা।
সুতী ২নং ব্লকে ২১,৭৬০ একর জমি। ২১ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা।
রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকে ১৯,২০০ একর জমি। ৭ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা।

মোট পাটের ক্ষতির পরিমাণ	৩১০০ একর জমি।	৮০ কোটি টাকা
,, ধানের ,, ,,	১২৮০০ ,, ,, ।	১৫ ,, ,,
,, গমের ,, ,,		৩৩ ,, ,,
,, অকিডের ,, ,,		২০ ,, ,,
অন্যান্য শস্য ,, ,,		৫০ ,, ,,
কাঁচা বাড়ী বিনষ্ট হয়েছে	৪০,০০০টি	
পাকা বাড়ী ,, ,,	৫ হাজার	
ফরাক্কা ব্লকে মোট ক্ষতিগ্রস্ত (সর্বশ্রান্ত হয়েছে)		১০ হাজার মানুষ
সামসেরগঞ্জ ব্লকে ,, ,,		৩০ ,, ,,
সুতী ২নং ব্লকে ,, ,,		১৮ ,, ,,
রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকে ,, ,,		৫০,০০০ ,,

মোট গ্রাম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ১০০টির বেশী

ফরাক্কা—১৫, সামসেরগঞ্জ—২০, সুতী ব্লকে—১৫, রঘুনাথগঞ্জ ব্লকে—৫০টি।

রাস্তার অভাবে গ্রামের উন্নতি ব্যাহত হচ্ছে

সাগরদীঘি : এই ব্লকের কাবিলপুর একটি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। এই অঞ্চলের উৎকৃষ্ট আম, কাঁটাল, লিচু এবং বিশাল 'দামোস' বিলের মাছ জেলায় ও জেলার বাইরে বর্দ্ধমান, কলকাতায় রপ্তানি হয়। তার উপর এ অঞ্চলে সরবতি আলুর চাষ হয়। এই মিষ্টি আলু এ অঞ্চলের চাষীদের এক বিরাট ভরসা। কিন্তু রাস্তার অভাবে এই সব ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তাই স্বভাবতই দাবী উঠেছে বালিয়া উপলাই বিল থেকে কাবিলপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস এবং সেখান থেকে রঞ্জিতপুর হয়ে ডিহিবরজ পর্যন্ত ৪ কিমি পথ পাকা করার। এটুকু রাস্তা পাকা হলে এখানকার কৃষিজাত সামগ্রী, দামোসের মাছ বাইরে চালান দেবার কোন অসুবিধা থাকবে না। কাবিলপুরের অঞ্চল প্রধান মনিরুদ্দিন সেখ এ বিষয়ে জেলা শাসকের কাছে আবেদন জানালে জেলা শাসকের নির্দেশে সাগরদীঘির বি-ডি-ও একটি প্রকল্প পরিকল্পনাও গ্রহণ করেছেন বলে জানা যায়। কিন্তু বেশ কয়েক মাস হয়ে গেল এখনও কোন কাজ শুরুর লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

রিভার পাম্পের মোটর চুরি

রাণীনগর : গত ১৬ অক্টোবর রাত্রে রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লকের মহম্মদপুর গ্রামের রিভার পাম্পের দুটি মোটর চুরি যায় বলে খবর। ফাঁকা জায়গায় রিভার পাম্পটিকে রক্ষণ বেক্ষণের কোন ব্যবস্থা নাই বলে গ্রামবাসীরা জানান। শুধু মাত্র একজন মোটর চালক ১০টা ৫টা ডিউটি করে বাড়ি চলে যান। দুটি মোটরই (চতুর্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

পুনরায় জনতা চা : প্রতি কেজি ২৫-০০টাকা
চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ১৬

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৩রা কার্ত্তিক, বুধবার ১৩৯৪ সাল

হায়রে সোনার বাংলা !

প্রয়াত দাদাঠাকুর ১৩৩৬ সালে জঙ্গিপুর সংবাদে বঙ্গভূমির অবস্থা দেখিয়া বিষাদে মগ্ন হইয়া লিখিয়াছিলেন—যে অনাবিল আনন্দ নির্ঝর ধারায় একদিন এই বঙ্গভূমি সর্বদাই হাস্য প্রমোদিনী হইয়া রহিত, আজ সেই সংসার সংগ্রাম পরিশ্রান্ত পরিশুষ্ক বঙ্গদেশে সুনির্মল সুর তরঙ্গিণীর প্রবাহবৎ সে পবিত্র আনন্দ প্রবাহ কোথায় লুকায় রে ! আজ যেদিকে দেখি, সেই দিকেই যেন বিশুষ্ক জীবন বিলুপ্ত উৎসাহ বিদীর্ণ-বিশীর্ণ মানব-কঙ্কাল রাশির অস্থিময় মুখে নিয়তই আর্ত-নাদের অস্ফুট বিকাশ। দিবানিশি কেবলই অন্ন চিন্তা অর্থচিন্তার আকুলতা। ৫৬ বৎসর পূর্বে বঙ্গের অবস্থা দেখিয়া দাদাঠাকুর এই আক্ষেপ করিয়াছিলেন। তবুও তখন বঙ্গ-ভঙ্গ হয় নাই। তখনও বারশালের চাল, পূর্ববঙ্গের মাছ বঙ্গভূমে যথেষ্ট পাওয়া যাইত। তদুপরি বাঙালীর ঘরে ঘরে ছিল গোয়ালে গরু, পুকুরে মাছ। রসনা পরিতৃপ্ত করিবার নানা উপাচার। মাঠে মাঠে ফলিত সবুজ ফসল। তরিতরকারীর অভাব ছিল না। তাই বাঙালীর খাদ্যাভ্যাস অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় ছিল ভিন্ন রকম। চোব্য-চোষ্য লেহ্য-পেয়, তৈলাক্ত ব্যঞ্জন ব্যাঙালীর নিত্য খাদ্য-দ্রব্যের তালিকাভুক্ত ছিল। কিন্তু খণ্ডিত বঙ্গে স্বাধীনোত্তর চল্লিশ বৎসরে সে খাদ্যসুখ চলিয়া গিয়াছে। সেকালের আনন্দের পরি-বর্ত্তে, কেবলই বিষাদ ও অবসাদ বাঙালীকে ঘিরিয়া ধরিতেছে। রঙ্গভরা বঙ্গভূমিতে আজ আর রঙ্গের অবসর নেই। উত্তরবঙ্গে গোর্খারা স্বতন্ত্র হইতে উন্মত্ত, দক্ষিণে ঝাড়খণ্ড মুক্তিমোর্চা স্বতন্ত্র হইবার প্রচেষ্টায় রত হইয়াছে। রাজনৈতিক নেতারা নিজেদের দলীয় স্বার্থরক্ষায় অতীব ব্যগ্র হইয়া সকল কিছুকেই রাজনৈতিক ইস্যু করিয়া তুলিয়া কলহে মত্ত হইতেছেন। দেশের সর্বনাশ, জাতির সর্বনাশ লইয়া কেহই চিন্তা করিতেছেন না। সাম্প্রতিক ভয়াবহ বন্যায় তাঁহাদের কলহের অভূতপূর্ব রূপ প্রত্যক্ষ করিয়া আর্ত বঙ্গবাসীরা তাঁহাদের স্বরূপ বুঝিতে পারি-য়াছে। আর্তের সেবা যেখানে আশু প্রয়োজন সেখানেও তাঁহারা দলাদলি করিতে পশ্চাৎপদ হয়েন নাই। বর্তমানে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অগ্নিমূল্যে যখন বাঙালীর নাভিশ্বাস উঠিতেছে, সেই মুহূর্ত্তেও রাজনৈতিক নেতারা দুগ্ধ প্রকল্পগুলিতে ইউনিয়নের দখল লইয়া কলহ করিয়া বন্ধ করিতেও কুণ্ঠিত হইতেছেন না। তেলের অভাবকে কেন্দ্র করিয়া শাসক দল যখন বিপাকে পড়িয়াছেন তখন সকলে একত্রিত হইয়া তাহা দূর করিবার চেষ্টা না করিয়া অযথা অবস্থাকে আরো ঘোরালো করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছেন। একে অপরকে দোষারোপ করিয়া কবির লড়াইয়ে মাতিয়াছেন। ধীরে ধীরে অভাগা বঙ্গবাসীর ভাগ্যাকাশে যে সূর্য্য অস্ত যাইতেছে তাহা কেহই চিন্তা করিতেছেন বলিয়া বোধ হইতেছে না। কেহই চিন্তা করিতেছেন না, দেশে মানুষই যদি না থাকে তবে রাজনীতি করি-বেন তাঁহারা কাহাদের লইয়া। সর্বদিক দেখিয়া অন্তরে আপনা-আপনি বিষাদ জাগিয়া উঠিতেছে। দীর্ঘশ্বাস পড়িতেছে—হায়রে সোনার বাংলা!

চিঠিপত্র

(মতামত পত্র লেখকের নিজস্ব)

পূর্ত মন্ত্রীকে বলছি

মাননীয় পূর্ত মন্ত্রী মহোদয় সমীপেষু,

আপনার কাছে রঘুনাথগঞ্জ, সাগরদীঘি ও তৎসংলগ্ন গ্রামের লক্ষ মানুষের পক্ষ থেকে এই চিঠি লিখছি। অবশ্য আপনার ভাগ্য সাংবাদিকরা সত্য বলে না ও তাদের আচরণও আশালীন ও অভব্য। অবশ্য যে প্রসঙ্গে এই পত্রের অবতারণা তা আপনার বিরুদ্ধে নয়, আপনার বিভাগের অন্ধত্বের বিরুদ্ধে। আপনার বিভাগ নিশ্চয়ই জানেন রঘুনাথগঞ্জ-সাগরদীঘি রাজপথটি এক অত্যন্ত জরুরী পথ এবং কয়েক লক্ষ লোকের রুজি-রোজগারের সঙ্গে জড়িত। মহকুমা জঙ্গিপুর ও সদর বহরমপুরে সরকারী অফিস, হাসপাতালে যাতায়াত করতে এই পথটি ছাড়া ঐ অঞ্চলের গ্রামীণ মানুষের আর কোন সহজ সুযোগ নেই। অন্ততঃপক্ষে ১৫/২০ খানা বাস এই পথে চলাচল করে। কিন্তু বর্তমানে বহুকাল এই রাস্তার উপর নজর না দেওয়ার ফলে পথটির আশেপাশের বাঁধান অংশ ভেঙ্গে পড়েছে ও পথের মধ্যে বড় বড় খানাখন্দ সৃষ্টি হয়েছে। বাস মালিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তাঁরা জানান, রাস্তার অ-ব্যবস্থার জন্য প্রতি ৭/৮ দিন অন্তরই টায়ার ফাটছে ও মেসিনারী বিকল হচ্ছে। এ অবস্থায় বাস চালানো সম্ভব নয়। আর টি এ পি ডব্লু ডিকে জানিয়েও কোন ফল হয়নি। মাননীয় যতীনবাবু, আপনাকে আমার অনুরোধ কথায় বিশ্বাস না করে আপনি নিজে একদিন এই পথে সফর করুন এবং আমাদের দুর্দশা চাক্ষুষ করুন। আপনাদেরকে জনগণ নিশ্চয়ই গদিতে আরাম করে বসে থাকার জন্য নির্বাচিত করেননি, তদুপরি আপনারা মার্কসবাদী জননায়ক, জনতার দুঃখে সব সময়ে আপনাদের মন ভারাক্রান্ত থাকে। সে ক্ষেত্রে নিজে এই পথে সফর করে একবার বোঝার চেষ্টা করুন আপনার বিভাগ কতটা কর্মতৎপর, সাংবাদিকরা কতটা সত্য বলে। আশাকরি এই চিঠি আপনাকে সজাগ ও কর্মতৎপর করে তুলবে।

অজয়কুমার ভকত, সাগরদীঘি

আবোল-তাবোল

॥ নিরুদ্দেশ সংবাদ ॥

আনন্দবরণ হাস্য। বয়স—প্রাচীন। বর্ণ—অমলিন। বহুকাল যাবৎ নিরুদ্দেশ। সংবাদ থাকিলে...

আনন্দের নানা রঙে নানা হাসি। দেঁতো হাসি, চাপা হাসি, মুচকি হাসি, অট্টহাসি, দুষ্টু হাসি, মিষ্টি হাসি, বাসি হাসি, ফোকলা দাঁতের বুড়ো হাসি, বিনি দাঁতের কচ হাসি, গুণ্ডা-খুনীর খ্যা-খ্যা হাসি, প্রিয়ার ঠোঁটের আলগা হাসি। আজ হাহাকার। কোথা হাসি, সে হাস্য নিরুদ্দেশ! দুঃখবরণ হাস্য বা চোখের জলের হালকা হাসির দেখা মিলে উঠিতে বসিতে, আনন্দবরণ হাস্য কোথা গেল?

সত্যই প্রাণ খুলিয়া হাসিতে কি ভুলিয়া গেলাম? পূর্বে গৃহের বৈঠকখানায় সন্ধ্যা-বেলা আড্ডা বসিত, তাস-পাশা চলিত। এমন বর্ষার অপরাহ্নে কাঁসার রেকাবিতে গরম তেলেভাজা মুড়ি পরিবেশিত হইত। মাঝেমাঝেই আড্ডা কাঁপাইয়া হাহা হাসির দমক ছুটিত। আর এখন? সবাই লড়িতেছি—সকাল সন্ধ্যা, রাতভর। কাহার বিরুদ্ধ, কেন? সব সময় বুঝিয়া উঠিতেও পারি না। এই লড়াই পুরা সময় শুষিয়া লইতেছে, আড্ডার ফুরসৎ কই? হাসিকেই বা পাই কোথা!

বাহিরে সমস্যা, ঘরে সমস্যা। দিনে সমস্যা, রাতে সমস্যা। হাসিলে লোকে বলিবেই বা কি? সেই হাহা অট্টহাসি এখন পাগল কিংবা যাত্রার নটের কণ্ঠে টিকিয়া আছে। আহা, থাকুক! আগামী প্রজন্মকে হয়তো বা শব্দকোষ খুলিয়া হাসি শব্দের অর্থ সন্ধান করিতে হইবে।

হাসি আছে। তেমন হাসি থাকিবেও। দারোগার হাতে গরীব মানুষ ঘুষের টাকাটা তুলিয়া দিয়া যখন বলে, 'হেঁ হেঁ স্যার একটু দেখবেন। হারানো মালগুলো না উদ্ধার করে দিলে দোকান আর কখনো খুলবে না স্যার।' কিংবা সাতভরি সোনা, বারো হাজার টাকা নগদ, আলমারি-টিভির লগ্নপত্রে স্বাক্ষর করিয়া কন্যার বাপ ঠোঁটে হাসি আঁকিয়া বলেন, 'বেয়াইমশাই, আপনি আমায় উদ্ধার করলেন।' এমন দুঃখবরণ হাস্য টিকিয়া থাকিবে।

কিন্তু সেই প্রাণখোলা অমলিন হাসির সন্ধান কি কোন গোয়েন্দা কখনও আনিয়া দিতে পারিবেন? নাকি 'রামগরুড়ের ছানা' হইয়াই জীবন কাটাইয়া দিবে আগামী পৃথিবীর মানুষ!

রতন দাস

কাকীমা হাজতে

রঘুনাথগঞ্জ : গত ১৫ অক্টোবর এই থানার সিমলা গ্রামের বীরকুমার মণ্ডলের ৭ বছরের ভাইপো গোপালকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়েছে বলে প্রকাশ। ঘটনার বিবরণে জানা যায় বীরকুমার মণ্ডলের স্ত্রী লক্ষ্মীরাণী বালকটিক দুধের সঙ্গে বিষ প্রয়োগ করে। পরে জানাজানি হলে তাকে জঙ্গিপুর হাসপাতালে আনা হয়। সেখানে সে মারা যায়। পুলিশ লক্ষ্মীরাণীকে গ্রেপ্তার করে।

বিজ্ঞাপ্ত

জঙ্গিপুর ১ম মুনসেফী আদালত

মোঃ নং ১৫২/৮৪ স্বত্ব

বাদী : পাঁচু সেখ ওরফে মণ্ডল পিতা মৃত নেকু সেখ, সাং ইসলামপুর, পোঃ হামেনপুর, থানা সুতী. জেলা মুর্শিদাবাদ। বনাম

বিবাদী : পশ্চিমবঙ্গ সরকার সমন কালেকটর অব মুর্শিদাবাদ, সাং+থানা +পোঃ বহরমপুর, জেলা মুর্শিদাবাদ দিং

উক্ত নং মোকর্দ্দমায় বাদীগণ নিম্নতপশীল সম্পত্তিতে 'বাবত স্বত্ব সাব্যস্তে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা প্রাপন', প্রার্থনায় ইসলামপুর জনসাধারণ পক্ষে মাতব্বর ইনুস সখ পিতা মৃত কাবাতুল্লা সেখ সাং ইসলামপুর পোঃ হাসেমপুর থানা সুতী জেলা মুর্শিদাবাদ বিরুদ্ধে দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের অর্ডার ১ রুল ৮ মতে Reprecaution capacity তে মোকর্দ্দমা আনয়ন করিয়াছেন। অতএব এতদ্দ্বারা উক্ত গ্রামের গ্রামবাসীগণ পক্ষে তথা মাতব্বর তথা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে জ্ঞাত করানো যাইতেছে যে, কেহ ইচ্ছা করিলে উক্ত মোকর্দ্দমায় বিবাদী শ্রেণীভুক্ত হইয়া মোকর্দ্দমায় contest করিতে পারেন উক্ত মোকর্দ্দমায় ধার্য্য দিন আগামী ইং ৯-১২-৮৭ তারিখে অদ্য দিন ধার্য্য হইয়াছে। উক্ত ধার্য্য দিনে আদালতে হাজির হইয়া উক্ত মোকর্দ্দমায় আবশ্যকীয় তদ্বিরাদি না করিলে আইন মোতাবেক মোকর্দ্দমার শুনানী ও নিষ্পত্তি করা হইবে।

তপশীল চৌহদ্দি : জেলা মুর্শিদাবাদ থানা সুতী মৌজা পশ্চিম পাঁকা মধ্যে। R/S খতিয়ান নং ৩ দাগ নং ১১২ পরিমাণ ৪·৭৬ শতক মধ্যে ৬/২ কাঠা যাহার বাংলা চৌহদ্দি—উত্তরে খাস খামার, দক্ষিণে খাস খামার, পূর্বে ১৫/ রশিয়ার থাক, পশ্চিমে হাসেমপুর সীমানা।

By order of the court

Anil Kr. Majhi

Sheristadar

Munsif 1st court, Jangipur

স্মরণ সভা

অরঙ্গাবাদ : গত ১২ অক্টোবর স্থানীয় বিশিষ্ট শিল্পপতি ও মৃণালিনী বিড়ি ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানী লিমিটেডের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক প্রয়াত দুঃখুলাল দাসের ৮১তম জন্ম দিবস পালন করা হয়। কর্তৃপক্ষ ও কর্মিগণ পুষ্পার্ঘ প্রদান করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস ও প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন ভারত সেবাশ্রম সংঘের স্বামী হিরণ্ময়ানন্দজী। সভায় এম বি এম কোং-এর কর্মিগণ তাঁদের একদিনের বেতন ও দাস গ্রুপ এর পক্ষ থেকে দশ হাজার টাকা মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে দান করার প্রস্তাব ঘোষণা করা হয়।

বাড়ী ভাড়া চাই

খাদি অফিস ও রেসিডেন্সের জন্য রঘুনাথগঞ্জ শহরে দুই ঘরের ফ্ল্যাট ভাড়া চাই। নির্দিষ্ট স্থান ও ভাড়া উল্লেখ করে লিখুন।

জঙ্গিপুর সংবাদ

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

রেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রার অনুপস্থিত

রঘুনাথগঞ্জ, ৯ অক্টোবর : জঙ্গিপুর মহকুমার অধিবাসী প্রাক্তন ইন্সপেকটার জেরারেল অফ রেজিষ্ট্রেশন বীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী আমাদের দপ্তরে এসে অভিযোগ করেন, স্থানীয় সাবরেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্টার গত ৭ অক্টোবর থেকে কোন খবর না দিয়েই অনুপস্থিত রয়েছেন। ফলে দলিল সম্পাদনে অচলাবস্থা দেখা দিয়েছে। আজ তিনি নিজের একটি দলিল রেজিষ্ট্রী করতে গেলে এ খবর জানতে পারেন। এস ডি ও এবং সেকেণ্ড অফিসার অনুপস্থিত থাকায় তিনি ট্রেজারী অফিসারকে এই ঘটনা জানান। শ্রীচৌধুরী জেলা রেজিষ্ট্রার এবং জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকেও ফোনে সমস্ত ঘটনা জানিয়েছেন।

কর্ম্মখালি

নিম্নলিখিত ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে ও পারিবারিক প্রয়োজনে কয়েকজন প্রার্থীর নিকট হইতে আবেদন পত্র আহ্বান করা হইতেছে। প্রার্থীগণকে অবশ্যই গ্র্যাজুয়েট হইতে হইবে। শারীরিক সুস্থতা, কর্মচঞ্চল ও সৎ বংশজাত প্রার্থী বাঞ্ছনীয়। বয়ঃসীমা : ২২ হইতে ৩৫ বৎসর হইতে হইবে। জন্ম তারিখ, সময় ও সাল অবশ্যই প্রয়োজন। L. C. E., L. E. E., L. M. E. অগ্রাধিকার পাইবে। গন্ধবণিক জাতির ছেলেরা বেশী অগ্রাধিকার পাইবে। বেতনক্রম: ৭০০ হইতে ১০০০ টাকা হইবে। যাবতীয় কাজই তদারকী বিষয়ক : কাজের বিবরণ : ১। ঠিকাদারী ২। ব্যবসা সংক্রান্ত ৩। পশুপালন (ডেয়ারী) ৪। সাংসারিক বিষয়ক।

T. C. Dey

Govt. Contractor

Murshidabad Division

শ্রীতিনকড়িচন্দ্র দে (বাদলবাবু)

সাং+পোঃ মনিগ্রাম

(মুর্শিদাবাদ)

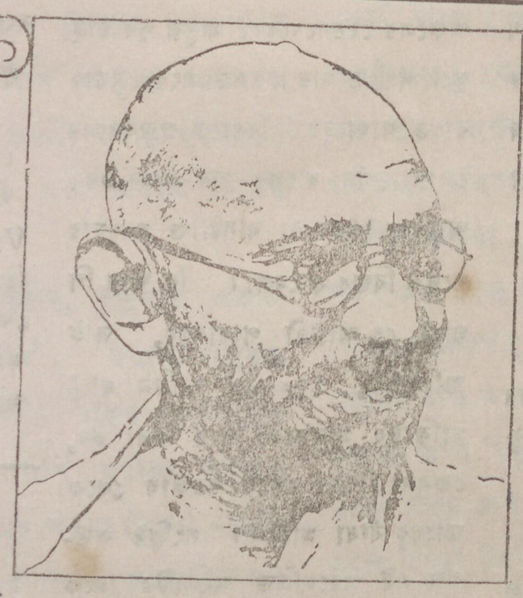

"সমুদ্রের জল বিন্দুর মত আসুন আমরা একে অপরের সংগে মিলে মিশে থাকি। সমুদ্রের জল বিন্দু যদি মূল জল রাশি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে তবে তা শুষ্ক হয়ে যাবে। কিন্তু সমুদ্রে সেই বিন্দু বিন্দু জল রাশি যখন মিলে মিশে এক মহা সমুদ্রে পরিণত হয় তখন তারা কত সহজেই না বিশাল জাহাজকে তার বিস্তীর্ণ জল রাশির ওপর বহন করে নিয়ে যেতে পারে। সমুদ্রের মতই একথা আমাদের ক্ষেত্রেও সমান। কারন আমরা যে প্রকৃত পক্ষেই এক জন সমুদ্র।"

সমুদ্রের জল রাশির মত
মিলে মিশে এক হয়ে থাকুন।

এনফোর্সমেন্টের তৎপরতায় ব্যবসায়ী গ্রেপ্তার

ধুলিয়ান : সম্প্রতি স্থানীয় এনফোর্সমেন্টের তৎপরতায় বিশিষ্ট ব্যবসায়ী নরসিংহপ্রসাদ ভকত গ্রেপ্তার হন। জানা যায়, এনফোর্সমেন্ট ইন্সপেকটার ওই ব্যবসায়ীর খাতাপত্র দেখতে গিয়ে ষ্টকে ৫ বস্তা লবণ বেশী ও ১০৮টি ব্যাটারী কম আছে দেখেন। ব্যবসায়ীটি ষ্টকের এই গরমিলের কারণ ব্যাখ্যা করতে না পারায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। স্থানীয় জনসাধারণের অভিযোগ, এনফোর্সমেন্ট বিভাগ যদি সঠিকভাবে কাজ করেন তবে এতদঞ্চলে বাংলাদেশ থেকে আসা যাওয়া বহু বেআইনী মাল ধরা পড়ে। রেশনের রেপসিড খোলা বাজারে বেশি দামে বিক্রয় হওয়া, সরষে তেল গোপনে গুদামজাত করে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করা প্রভৃতিও ধরা পড়া সম্ভব হয়। কিন্তু সেক্ষেত্রে তাঁদের তৎপরতা দেখতে না পাওয়ায় স্থানীয় মানুষ শ্রীভকতের গ্রেপ্তারের ঘটনাকে ভাল চোখে দেখছেন না। স্থানীয় ভারতীয় জনতা পার্টির ফরাক্কা কেন্দ্রের সম্পাদক ষষ্ঠীচরণ ঘোষ শ্রীভকতের গ্রেপ্তারের ঘটনাকে অভিসন্ধিমূলক বলে তীব্র প্রতিবাদ করেছেন ও উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

মোটর চুরি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

চুরি যাওয়ায় গঙ্গা থেকে জল উত্তোলন সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে চাষে জল সঙ্কটের সৃষ্টি করেছে। মাঠে এখন ধান রয়েছে। এবারে ফসল আশাতিরিক্ত। চাষীরা জানান, অবিলম্বে রিভার পাম্প চালু করে জলের ব্যবস্থা না করতে পারলে জলের অভাবে ধান গাছ শুকিয়ে যাবে, ফসলের সম্ভাবনা নষ্ট হবে।

সরকার নাজেহাল

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মাসে দেওয়া হয়েছিল ১৮৫ কুইন্টাল। ফলে পূজার পর থেকেই রেপসিড দেওয়া বন্ধ করতে হয়েছে। জেলা সমাহর্ত্তা সরষের তেলের জন্য বীরভূম জেলা শাসকের সাথে যোগাযোগ করেন। কিন্তু তিনি জানান বীরভূমে তেল কলগুলি সামান্য কিছু তেল বাজারে ছাড়ার পর সম্পূর্ণ কাজ বন্ধ করে দিয়েছে। ফলে বাজারে বেশি দামে তেল বিক্রী হওয়া সত্ত্বেও কোন দমনমূলক ব্যবস্থা নিতে তাঁরা দ্বিধাগ্রস্ত। কেননা সেক্ষেত্রে বাজার একেবারে ড্রাই হয়ে পড়বে। মহকুমা নিয়ামক আরো জানান, অবস্থা দেখে খুব তাড়াতাড়ি কিছু হবে বলে তাঁরা আশা দিতে পারছেন না। তবে আগামী সপ্তাহ থেকে সপ্তাহে রেশনে ১০০ গ্রাম করে যাতে রেপসিড দেওয়া যায় তার ব্যবস্থা করতে পারবেন বলে মনে করছেন। অবস্থা দেখে বেশ বোঝা যাচ্ছে ব্যবসাদারদের সাথে সরকারের ঠাণ্ডা লড়াইয়ে সরকার নাজেহাল হয়ে পড়েছেন।

অবহেলিত গিরিয়া

(১ম পৃষ্ঠার পর)

শহরে যাতায়াত করতে হয় অনেক মানুষকে। কিন্তু বহুকাল থেকে যোগাযোগ ব্যবস্থা এত অনুন্নত যে বর্ষাকালে মানুষের ভোগান্তির শেষ থাকে না। আহিরণ ব্যারেজ তৈরী হবার পর থেকে প্রতি বছর এখানে বন্যা হয় এবং জঙ্গিপুর যাবার রাস্তাটি সম্পূর্ণ ডুবে যায়। শহরের সঙ্গে যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তবু তার ভেতর দিয়েই গামছা পরে সাঁতরে—নানাভাবে বহু কষ্ট করে মানুষকে প্রয়োজনের তাগিদে শহরে আসতে হয়। বানের জল শুকিয়ে যাওয়ার পরও দীর্ঘদিন কাদার সঙ্গে কুস্তি লড়তে হয়। এ সময় এ অঞ্চলে কেউ গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে বিনা চিকিৎসায় তাকে মরতে হবে। নামেমাত্র একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, সপ্তাহে একদিন কর্মীরা এসে ওষুধ দেন। গ্রামের রাস্তায় এখনো বিদ্যুৎ ব্যবস্থার কোন আশা ভরসা নেই। বন্যার জল ভেঙ্গে প্রতিদিন এই অঞ্চলের ছেলেমেয়েরা ফতুল্লা পুর হাই স্কুলে পড়তে যায়। বন্যা সংকুল বর্ষার রাতে আমাদের গিরিয়াকে সুন্দরবনের কোন দুর্গম দ্বীপের মত মনে হয়। আহিরণ ষ্টেশন বা বাসষ্ট্যাণ্ড যাওয়ার পথেও বিস্তর ঝামেলা। সি আর পি ঘাটে বে-আইনী পারাপার, তাই অনিশ্চিত, ১২০ নং গাঙ্গিন ঘাটে মাঝিদের মর্জিমতো পার করা হয়, কেননা দিনের শেষে সরকার থেকে তাদের বাঁধা মাইনে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এই অবহেলিত অঞ্চলটির দিকে কৃপাদৃষ্টি দেখালে এখানকার হাজার হাজার মানুষ উপকৃত হয়। আহিরণ ব্যারেজ থেকে ভাগীরথীর ধার বরাবর রাস্তাটি উঁচু করে কালিতলা দিয়ে গ্রামের ভিতর পর্যন্ত যদি লালমাটি বা ইট পাতা হয় তাহলে বর্ষাকালে গ্রামের মানুষদের এত দুর্গতি হয় না।

যৌতুকে VIP
সকল অনুষ্ঠানে VIP
ভ্রমণের সাথী VIP
এর জুড়ি কি আর আছে!
সংগ্রহ করতে চলে আসুন দুলুর দোকানের
VIP সেন্টারে
এজেণ্ট
প্রভাত ষ্টোর (দুলুর দোকান)
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

বিয়ের মরশুমে প্রিয়জনকে শ্রেষ্ঠ উপহার একটি ষ্টীল আলমারী দেওয়ার কথা নিশ্চয়ই ভাবছেন। আসুন, "সেনগুপ্ত ফার্ণিচার হাউসে" আপনার পছন্দমত জিনিষটি দেখে নিন। প্রতিটি জিনিষেই পাবেন বিক্রয়োত্তর সেবা।
সেনগুপ্ত ফার্ণিচার হাউস
রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট) মুর্শিদাবাদ

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে সযত্নে সংগৃহীত সর্বপ্রথম বিপুল সমাবেশ
ধন্নালাল মোহনলাল জৈন
জৈন কলোনী, পোঃ ধুলিয়ান
জেলা মুর্শিদাবাদ, ফোন ধুলিয়ান ৫
অঙ্গিপুর মহকুমায় এই প্রথম VIMAL এর সার্টি, সুটিং ও শার্টার রিটেল কাউণ্টার এবং জেলার যে কোন বস্ত্র প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা অনেক কম মূল্যে সব রকম বস্ত্র সংগ্রহের জন্য আপনাদের সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

ফ্রি সেলে নন লেভি এ সি সি সিমেণ্ট রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরে আমরা সরবরাহ করে থাকি
কোম্পানীর অনুমোদিত ডিলার
ইউনাইটেড ট্রেডিং কোং
প্রোঃ রতনলাল জৈন
পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)
ফোন জঙ্গি: ২৫, রঘু: ১৬৬

যা চান তাই পাবেন
অবশেষে
ভোম্বল পণ্ডিতের দোকান
রঘুনাথগঞ্জ বস্ত্রালয়ের সামনে
রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ

বসন্ত মালতী
রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য
সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং
লিমিটেড
কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হতে
অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।